BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040030

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচার

Sutapa Dey[1] & Dr. Sanchita Banerjee Roy[2]

1. Research Scholar, YBN University Email-sutapa5.5.1987@gmail.com
2. Assistant Professor, YBN University

Abstract:

বর্তমান গবেষণাধর্মী নিবন্ধটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ছোটগল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ছোটগল্পের প্লট, চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি, এবং থিম-এর মতো অপরিহার্য উপাদানগুলির একটি ভিত্তি তৈরি করে। ছোটগল্পের আঙ্গিক নিয়ে আধুনিক লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করেছিল। আলোচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে, যা বিদেশী ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈচিত্র্যের অনুসরণ। তাঁর কিছু গল্পে প্লট গৌণ হয়ে পরিবেশ, আবহ, বা চেতনাপ্রবাহ প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে, তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের গল্পগুলির পিছনে লেখকের একটি স্পষ্ট সমাজ ও সময় সচেতন উদ্দেশ্য ছিল- ইতিহাসের স্রোত বিশ্লেষণ করা এবং মার্কসীয় আদর্শের ছায়া ফুটিয়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত (অ্যারিস্টটলীয় আদর্শানুযায়ী) কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যদিও তাঁর গল্পে আঙ্গিকের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বহুরূপতা দেখা যায়, তবুও তিনি শিল্পের আঙ্গিককে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন হতে দেননি বরং দার্শনিকতা, বাস্তবতা, রোম্যান্টিকতা, ও রাজনীতির কূটকৌশল- সবই আশ্চর্য নিপুণতায় মিশে গেছে।

Key Words: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্প, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আঙ্গিক বিচার।

Introduction:

ছোটগল্পে যেসমস্ত উপাদানের মাধ্যমে গল্পকার কাল্পনিক কাহিনী নির্মাণ করেন, তার আঙ্গিকে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি, এবং থিমের সমন্বয় থাকে। এর মূল ভিত্তি হল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া এবং বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে বা নতুন রূপে উপস্থাপন করা। চরিত্রগুলো গল্পের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। প্লট শুরু, মধ্য এবং শেষ নিয়ে গঠিত হয়, যা ঘটনাগুলিকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে। সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, সম্পর্ক এবং গল্পের অগ্রগতি ফুটে ওঠে। পটভূমি গল্পের স্থান এবং কাল, যা গল্পের পরিবেশ এবং মেজাজ নির্ধারণ করে। আধুনিক ছোটগল্পকারদের আঙ্গিক বিষয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভাবিত করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল—

“আধুনিক ছোটগল্পে ঘটনা থাকতেই হবে -এমন কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। একটি মুহূর্ত বিলাস, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ, খানিক জাগর স্বপ্ন এরা সবাই-ই একালের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে। ঘটনা (incident) ক্রমশঃ বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে এখন। ...বৃত্তান্তের ভার বর্জন করতে করতে ভবিষ্যতের ছোটগল্প এমন একটা অবস্থায় পৌঁছবে যখন কবিতার সঙ্গে একমাত্র আঙ্গিক ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই তার থাকবে না।”[১]

Discussion:

পরিবেশ প্রধান, আবহ প্রধান, চেতনাপ্রবাহমূলক অথবা একটি মুহূর্তের ভাবনার উচ্চারক ছোটগল্প তখন আর দুর্লভ নয়; সেই সূত্রেই আঙ্গিকের বহুরূপতাও লক্ষণীয়। বস্তুত, বিদেশী ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈচিত্র্যের অনুসরণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বহু ছোটগল্প রচনা করেছেন। মনে পড়বে ‘বনতুলসী’র মতো গল্পকে, যার মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয় একটি থাকলেও, তার সমর্থনে লেখক যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা একদিকে রূপক তাৎপর্যপূর্ণ, অন্যদিকে এমনই এক আবহসৃষ্টি করেছে, যা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের নিশ্ছিদ্রতায় শ্বাসরোধী, ভয়াবহ। এই বিশেষ পরিবেশই গল্পটির শরীর গঠন করেছে। এমনই গল্প ‘হরিণের রঙ’, যেখানে কাহিনী থাকলেও তা গৌণ, প্রধান হয়ে উঠেছে লেখকের জীবন মৃত্যু ভাবনা, যা কিছুটা স্বগত কথন, কিছুটা চেতনাপ্রবাহের সুরে গল্পটিকে ধরে রেখেছে।

তবে আমাদের আলোচ্য পর্বের গল্পগুলির পিছনে লেখকের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ এবং সময় সচেতন নারায়ণ সেখানে ইতিহাসের স্রোতটিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর গল্পে মার্কসীয় আদর্শের ছায়া অস্পষ্ট ছিল না। তাই ওই ক্রান্তি মুহূর্তের সমাজচিত্র তুলে ধরেই লেখক হিসাবে তাঁর কর্তব্য শেষ বলে মনে করেন নি নারায়ণ। তাই এই সমাজ পরিস্থিতির পিছনে আপাত অদৃশ্য আততায়ীকে চিহ্নিত করে, নিত্য শোষণের বিরুদ্ধে অনাগত ভবিষ্যতের এক বিদুৎগর্ভ মেঘ খুঁজে পেতে চেয়েছেন, এবং তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে। ঠিক এই জন্যই তাঁর প্রয়োজন হয়েছে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত কাহিনীর। হয়তো এই জন্যই ছোটগল্পের পূর্বসংস্কারকে কিছুটা মেনে নিয়েছেন নারায়ণ, যার আভাস দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘সোনারতরী’র ‘বর্ষাযাপন কবিতায়। ফলে, তাঁর এই গল্পগুলির মধ্যে সর্বদাই অ্যারিস্টটলীয় আদর্শানুযায়ী আদি মধ্য অন্ত নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সংক্ষিপ্ত অবয়বের জন্য হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্তরগুলি প্রকাশ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ‘শেষকথা’র পাঠান্তরে জানিয়েছিলেন- “ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না।”[২] আসলে কাহিনীর দ্রুত অগ্রসরমানতার জন্য অনেক ছোটগল্পের মধ্যপর্ব অনুচ্চারিত মনে হয়- লক্ষ্য সেই চূড়ান্ত ঘটনা বা কাহিনীর শীর্ষ মুহূর্ত (ক্লাইম্যাক্স), যার প্রস্তুতি কাহিনীর সূচনায়, যার পূর্ণরূপ কাহিনীর পরিণামে। ঠিক এই কারণে অনেক সমালোচক ছোটগল্পের বিন্যাসকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের সঙ্গে তুলনা করেছেন- মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি এবং নির্বহণ-এর ক্রমিক সূত্রে গমন-উৎসারণ এবং নির্বাপণের মধ্যে যার উজ্জ্বল স্থিতি। সাধারণত শীর্ষমুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স (নারায়ণ একে বলেছেন ‘Key moment’) এর বিস্তারের উপর ভিত্তি করে সমালোচক ছোটগল্পের প্লটকে ভিন্ন ভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। কখনো বলেছেন স্টেয়ার কেস প্লট, যা স্তর বিন্যস্ত ভাবে ক্রমিক ঊর্ধ্বগতিতে পাঠককে পরম লক্ষ্যে নিয়ে যায়, এই জাতীয় প্লটের ক্লাইম্যাক্স থাকে কাহিনীর মাঝখানে। অথবা রকেট প্লট, যা বিদ্যুৎ রেখার মতো গল্পাকাশে উঠে যায় তীব্র গতিতে, তারপর আকস্মিক আলোর বন্যায় নেমে আসে, এই জাতীয় প্লটের ক্লাইম্যাক্স থাকে গল্পের শেষে।

তবে বলা বাহুল্য, প্লট বিষয়ে এই বিশেষ ধারণাগুলি আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের আলোচ্য পর্বের গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্লট গঠনের এই রীতি সবসময় প্রযুক্ত হয়নি। কখনো সরল প্লট একটি সরলরেখার মত শুধুমাত্র ক্লাইম্যাক্সের মুহূর্তটিকে স্পর্শ করেই পুনশ্চ বৃত্তাকার পথে নির্বহণের দিকে এগিয়ে গেছে, কখনো একাধিক প্যাটার্ন (Pattern) মিলে মিশে

জটিল প্লট গঠন করেছে। এমনই এক মিশ্ররীতির জটিল প্লটের গল্প 'পুষ্করা'। কাহিনীর প্রথম স্তরে মৃত্যুমগ্ন গ্রামে মহামারী থেকে উদ্ধারের প্রার্থনায় তর্করত্নের শ্মশানে বসে শ্মশানকালীর উপাসনা, দ্বিতীয় স্তরে দেবীর 'শিবা ভোগ' গ্রহণের অনীহায় ভীত, উত্তেজিত তর্করত্নের উৎকণ্ঠা—

"রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে- তা হলে- তর্করত্ন আর ভাবতে পারছেন না। অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে।"[৩]

তৃতীয় স্তরে নাটকীয় উৎকণ্ঠার চরম মুহূর্তে 'শ্মশানকালী'র আবির্ভাব এবং ভোগ গ্রহণ, চতুর্থ স্তরে মৃত্যু মগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। পঞ্চম স্তরে, প্রসন্ন, তৃপ্ত তর্করত্নের শহর যাত্রা, যে যাত্রা পথের ধারে ডোমপাড়ার পাগলিটা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। গল্পটির এই পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে অনায়াসে এটিকে স্টেয়ারকেস প্লটের উদাহরণ বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে কাহিনীর শীর্ষমুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্সের অবস্থান নির্দেশ করা যায় গল্পের তৃতীয় স্তরে, স্বয়ং শ্মশানকালীর আবির্ভাব ও ভোগ গ্রহণের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে। কিন্তু গল্পটি এইখানেই শেষ নয়। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেননি—

"তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই- আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে- কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ করতে পারে নি।"[৪]

—এইখানে হঠাৎ সজোরে এক চাবুক যেন আছড়ে পড়ে পাঠক মনে। বস্তুত এইখানেই গল্পটির ক্লাইম্যাক্স বা 'Key moment'। আসলে 'দেবীর আবির্ভাব' এখানে এক নাটকীয় চমকমাত্র। শেষ মুহূর্তে ক্লাইম্যাক্সের এই অবস্থানের জন্য গল্পটিকে কিছুটা রকেট প্লটধর্মী মনে হয়।

ঠিক এই রীতিই আমরা দেখেছি মোপাসাঁর 'নেকলেস' গল্পে। শৈশবের বান্ধবী, ধনী মাদাম ফরেস্তিয়ের কাছ থেকে মার্থি একটি হীরের 'হার' এনেছিল ধার করে, নাচের আসরে যাওয়ার জন্য। নাচের আসর থেকে ফেরার পথে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল- 'নেকলেস'টি হারিয়ে গেছে, এখানে নেকলেসটি হারিয়ে যাওয়ায় যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পুষ্করায় আমাদের বিশ্লেষিত তৃতীয় স্তরের সঙ্গে তুলনীয়। আবার গল্পের শেষে যে মুহূর্তে উচ্চারিত হয়েছে ওই হারিয়ে যাওয়া নেকলেসটি নকল ছিল, তখনই পাঠক মন অপ্রত্যাশিত চমকে তীরবিদ্ধ হয়েছে, 'পুষ্করা'য় দেবীর প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন পাঠক মনে অনুরূপ অভিঘাতই জাগিয়েছে। পাঠক মনে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য গল্পের শেষে এই জাতীয় চমককে পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন 'Whip crack ending'; মোপাসাঁর অধিকাংশ গল্পে এই জাতীয় সমাপ্তি দেখা যায়।

এইখানেই যদি লেখক কলম তুলে নিতেন, তবে গল্পটি চমক এবং ব্যঞ্জনার মেলবন্ধনে একটি অনুপম শিল্পরীতি লাভ করতে পারতো, কিন্তু এরপরেও যুক্ত হয়েছে দু'টি বাক্য—

"কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।"[৫]

—সিদ্ধান্ত বাক্যটির পিছনে যাঁর প্রচ্ছায়া দেখা যায় তিনি শিল্পী নন, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদী একটি মানুষ। এই কারণেই বাক্যদুটিকে একটু আপতিক মনে হয়। বস্তুত এই বাক্য দু'টির আগের মুহূর্তেই গল্পটি লেখক এবং পাঠক প্রার্থিত ইঙ্গিত তরঙ্গের পারস্পরিক মিলনে অখণ্ড ব্যঞ্জনার অনুরণন সৃষ্টি করেছে, সেখানে ওই সিদ্ধান্ত বাক্য যেন শ্লোগানের নামান্তর। তাই ওই বাক্যদুটিকে বাদ দিয়েও গল্পটিকে সম্পূর্ণ বলেই মনে হয়।

বিপরীতে, 'হাড়' গল্পটি কিছুটা রকেট প্লটধর্মী বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তস্নাত এক সন্ধ্যায় উত্তমপুরুষে কথিত গল্পটির নায়ক যে মুহূর্তে চাকরীর উমেদারীর আশায় রায়বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জীর প্রাসাদোপম 'ইন'-এ প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্তেই গল্প দ্রুত আবর্তিত হয়ে ছুটে চলে। স্তর নির্দেশ তাই অসম্ভব মনে হয়। রায় বাহাদুর ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ জড়িত, স্বপ্নময় পরিবেশে নায়কের সামনে মেলে ধরেন তাঁর অসামান্য সংগ্রহ-হাজার হাজার টাকা মূল্যের মন্ত্রসিদ্ধ মানুষের হাড়, যাদের প্রভাবে পৃথিবী উলটপালট করে দেওয়া যায়। তবে হাড়ই কিনেছেন, মন্ত্র পাননি। অনধিকারীকে মন্ত্র শেখায় না ওরা। শেষ পর্বে কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স, উপদেশ বাণে জর্জর নায়ক ফিরে আসতে আসতে দেখেন রাস্তায় এর রুগ্ন ভিখারী শিশু ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে একটা হাড় চুষছে প্রাণপণে—

"সেই বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়খানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরাক্ত মেঘ ভেসে ওঠে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝাপটা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। ...কলকাতায় আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না? শেষ বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্পাকাশ আলোর বন্যায় ভেসে যায়, হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকী।"[৬]

আশাবাদী লেখক নিরন্ত্র অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিময় ভবিষ্যৎ-এর ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন, যেদিন শোষিত বঞ্চিত এই মানুষদের সম্মিলিত বিদ্রোহে রায়বাহাদুরের ওই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ জড়িত প্রাসাদে ঝড়ো আগুনের ঝলক লকলক করে বয়ে যাবে -এখানে লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন করে নি শিল্পের আঙ্গিককে। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলা এই কাহিনীর Key moment বা ক্লাইম্যাক্স রয়েছে গল্পের শেষ বিন্দুতে। এই ক্লাইম্যাক্স-এর অবস্থান সূত্রে গল্পটিকে রকেট প্লটের গল্প বলা যায়।

গল্পের শেষে চমক দিতে ভালোবাসতেন নারায়ণ, অন্তত তাঁর অধিকাংশ গল্পের সমাপ্তি ক্ষণে এই চমকের উপস্থিতি সে কথাই ভাবায়। তবে তাঁর গল্পে ক্লাইম্যাক্স সর্বদাই কাহিনীর শেষে অবস্থান করে নি, যদিও শেষ বাক্যটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনার ঝিলিকে ঈর্ষনীয় সৌন্দর্য উপস্থাপিত করেছে। তাই, আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে বহু গল্পই পাওয়া যায়, যাদের অন্তিম মুহূর্ত অনুপম সৌন্দর্যে ভাসিত হলেও, ক্লাইম্যাক্স সেই বিন্দুতে নয়। এমনই একটি গল্প 'সৈনিক'।

গল্পটিকে স্পষ্ট কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম স্তরে, নায়ক 'নীলবাহাদুরে'র পরিচয় জ্ঞাপন, তার বন্দীত্বের ইতিহাস- সেই সূত্রে সমাজতন্ত্রের শাসনসূত্র, দ্বিতীয় স্তরে, স্বাধীন সাঁওতালদের মধ্যে তার আরণ্যক জীবনের স্মৃতির পুনর্বিন্যাস, তাদের সঙ্গে সখ্য, তৃতীয় স্তরে ধনতন্ত্রের প্রতিভূ নতুন মালিক ইন্দ্র চৌধুরীর আবির্ভাব এবং নীলবাহাদুরের আপন প্রয়োজনহীনতা বিষয়ে উপলব্ধি—

"এক বছরে কী পরিবর্তন! কী বিস্ময়করভাবে নিরর্থক হয়ে গেছে তার সমস্ত মূল্য। ...মৃদু গর্জন করে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা ছুটে যায় পিলখানার সম্মুখ দিয়ে। ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিন। ...হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিঘাংসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেমন করে কে জানে, সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী।"[৭]

—এখানে হাতি নীলবাহাদুর যেমন শোষিত মানুষের প্রতীক, তেমনি ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিন প্রতিনিধিত্ব করছে ধনিকশ্রেণীর। এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের রূপটি চিহ্নিত হওয়ার মুহূর্তেই গল্পের গতি নির্ধারিত হয়ে যায়। চতুর্থ স্তরে ইন্দ্র চৌধুরীর কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সিদ্ধান্ত, শোষণের অতিপ্রাচীন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচেষ্টা, পঞ্চম স্তরে, ইন্দ্র চৌধুরীর কূট কৌশলে বৃদ্ধ ক্ষুধার্ত নীল বাহাদুরের সাঁওতালদের শস্য শ্যামল ক্ষেতের মাঝে নামতে বাধ্য হওয়া, যার অনিবার্য ফল সাঁওতালদের বিষমাখা শরে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ—

"তীরের ফলায় কুঁচিলা তার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে- তীব্র আর্সেনিকের ক্রিয়া। টলমল করে দুলতে লাগল যূথপতির দেহটা ...শুঁড়টাকে আকাশে তুলে একটা প্রচন্ড চিৎকার করে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের মতো যান্ত্রিক জানোয়ারটার অন্তিম আর্তনাদ। নীলবাহাদুরের বিরাট শরীরের চাপে সেটা পাখির বাসার মতোই গুঁড়িয়ে গিয়েছে।"[৮]

লেখক এখানে ধাপে ধাপে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তার মধ্যে Key moment বা ক্লাইম্যাক্স-কে যদি খুঁজতেই হয়, তবে তার অবস্থান নির্দেশ করতে হবে কাহিনীর তৃতীয় স্তরে, যে মুহূর্তে নীলবাহাদুর শ্রেণী শত্রুর স্বরূপ উপলব্ধি করেছে। গল্পটিকে তাই স্টেয়ারকেস প্লটের অসামান্য দৃষ্টান্ত রূপে চিহ্নিত করতে পারি। রূপক প্রতীকের আবরণে লেখক এখানে নির্মাণ করেছেন শোষণ, শ্রেণীচেতনা, শ্রেণী সংঘর্ষের কাহিনী। নীলবাহাদুরের বেবি অসটিনকে চূর্ণ করে দেওয়ার ঘটনায় শোষিত মানুষের জেগে ওঠার ইঙ্গিত। 'সৈনিক' গল্পটি তাই নিখুঁত আঙ্গিকে লেখকের সমাজ ভাবনার অভিজ্ঞান।

'টোপ' গল্পটিতেও লেখকের শ্রেণীচেতনা, সমাজভাবনা শরীরী রূপ নিয়েছে, কিন্তু নারায়ণের তীক্ষ্ণ আঙ্গিক চেতনায় গল্পের গঠন সেখানে স্বতন্ত্র। লেখক অতীতচারণার সূত্রে ফিরে গেছেন স্মৃতির অরণ্যে, উঠে এসেছে 'এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার কাহিনী'। গল্পটিতে স্পষ্ট স্তর নির্দেশ করা কঠিন। রাজা বাহাদুরের আমন্ত্রণে, তাঁর 'বিশেষ বন্ধু' লেখকের তরাই অরণ্যের ধারে রাজাবাহাদুরের হান্টিং বাংলোয় পৌঁছানো, সেখানে রাজকীয় আতিথ্য লাভ, পর পর তিন রাত শিকারের ব্যর্থ প্রয়াস, কীপারের 'বেওয়ারিস' শিশুদের প্রতি রাজাবাহাদুরের 'রাজকীয় স্নেহ' প্রদর্শন এবং 'মাছধরা'র প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে কাহিনী এখানে এগিয়ে চলেছে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে। গল্প দেহের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে অস্বস্তিকর অনুভূতি। কাহিনী এসে দাঁড়িয়েছে শীর্ষ মুহূর্তে—

"হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল। ...পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ...আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময়-পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। ...চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মত চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন ?"[৯]

—এইখানেই গল্পের Key moment; এরপর একটি ছোট উপসংহার আছে বর্তমানে ফিরে এসে—

"তার আট মাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। ...পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।"[১০]

'টোপ' গল্পটিকে স্টেয়ারকেস প্লটের দৃষ্টান্ত বলে মনে হয় না, বরং এর প্লটকে কিছুটা রকেট প্লটধর্মী মনে হয়। এখানে পাঠক এক অশুভ ইঙ্গিতের কথা দিয়ে যাত্রা শুরু করেন, যে পথের শেষে অপেক্ষা করে থাকে এক ভয়াল অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতার সূত্রে লেখক তাঁর সমাজভাবনা, শ্রেণীসচেতনা সঞ্চার করেন পাঠক মনে এবং Whip crack ending পদ্ধতিতে শেষ মুহূর্তে আনেন এমন এক অপ্রত্যাশিত চমক, যার ফলে সমগ্র গল্পটিতে যুক্ত হয় তৃতীয় এক মাত্রা।

আবার 'দুঃশাসন' গল্পটির অন্তিম মুহূর্ত যদিও ব্যঞ্জনার গূঢ় ইঙ্গিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে—

"অকারণে-অত্যন্ত অকারণে বড় বেশী ভয় করতে লাগল গৌর দাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?"[১১]

তবু এ কাহিনীর শীর্ষমুহূর্ত সেইখানে, যেখানে যাত্রা দেখতে দেখতে—

"গৌরদাসের মনে হতে লাগল-স্মরা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠেছে আজকে। ...দুঃশাসনের বুকে বিঁধেছে ভীমের খর নখর। আর কী আশ্চর্য-ভীমের নখের মুখে উছলে উঠছে রক্ত ...একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে, ...প্রতিশোধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি হল আজকে।"[১২]

—এখানেই লেখকের বক্তব্য এবং গল্পের গতি নির্ধারিত হয়ে গেছে। নারায়ণ এখানে মোপাসাঁর রীতিতে কাহিনীর শেষে চমক না রেখে, চেখভের রীতিতে ধীর পরিণামের দিকে কাহিনীকে নিয়ে গেছেন।

আসলে বিষয়ের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন রীতির প্লট ব্যবহার করেন লেখক। আবার 'ইতিহাস' গল্পটিকে কোনো বিশেষ রীতির প্লটের নামাঙ্কনেই চিহ্নিত করা যায় না।

'ইতিহাস'-এ কাহিনী একটি আছে, এবং তা স্তর বিন্যস্তও। কিন্তু বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন, ফলেন এঞ্জেলের মতো লোকেশের মৃত্যু, প্রণতি বা অমরেশের অসহনীয় যন্ত্রণা, অথবা মেদিনীপুরের বন্যা- সব কিছুই শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে গল্পটির থিম—

"কিন্তু এই হিংসা, দ্বেষ জর্জরিত বাংলাও আবার প্রাণ পাইবে, আবার জাগিয়া উঠিবে নূতন শক্তি লইয়া, নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া। ...সর্বনাশের পটভূমিতে, চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। ...দেশে-দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।"[১৩]

গল্পের বিষয়ের সঙ্গে গঠনের সম্পৃক্তির কথা চিন্তা করেছেন নারায়ণ, তাঁর গল্পগুলিতে সে অভিজ্ঞান পাওয়াও যায়; তবু সবশেষে একটি সিদ্ধান্ত বাক্যও উচ্চারণ করেছেন তিনি, আমাদের আলোচ্য পর্বের গল্পগুলির আলোচনার উপসংহতি মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত বাক্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি—

"আসলে, ছোটগল্প, সে একাঘ্নী বাণ। স্থির লক্ষ্যে বিদ্যুৎগতিতে, একটি ভাব পরিণামকে মর্মঘাতী রূপে বিদ্ধ করতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ-তার গঠনের ইতর বিশেষে খুব বেশি কিছু আসে যায় না।"[১৪]

Conclusion:

আঙ্গিকগত দিক থেকে বিচার করলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কখনও মনে হতে পারে মানিক-জগদীশের উত্তরসূরী। কিন্তু আসলে তিনি এর কোনটিই নন। নিশ্চিতভাবেই তাঁদের গল্পের সাথে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছাঁচে ঢালা নন, আর এইখানেই তিনি অনবদ্য, অতুলনীয়, একেবারেই নিজের মতো। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি গল্প দিয়েই পাঠককে চিনিয়ে দেন, তাঁর এক অস্তিত্বের আড়ালে বহুসত্তার। তাঁর গল্পে এত বিষয়-বৈচিত্র্য থাকলেও, তা কখনো বিষয়-সর্বস্ব এবং পরস্পর ভাবের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি। দার্শনিকতা, বাস্তবতা, রোম্যান্টিকতা, ঐতিহ্য-প্রীতি, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, সাঙ্কেতিকতা তাঁর গল্পগুলিতে রচনার স্বধর্ম বজায় রেখেও আশ্চর্য নিপুণতায় মিশে গেছে। রাজনীতির কূটকৌশল, বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র, মনস্তত্ত্বের জটিল রূপরেখা -অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও মনোজগতের বিচিত্রগতি, কখনোই একটি আর একটির পথ রুদ্ধ করেনি। যুগ, কাল ও সমকালীন পরিবেশের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। কারণ সাহিত্যের উপাদান ঐ যুগ, কাল বা পরিবেশ থেকেই সংগৃহীত হয়। যুগ, কাল ও পরিবেশ জীবনের সঙ্গে যতখানি সম্পর্কিত হয়, সাহিত্যের উপর তার ততখানি প্রভাব পড়ে। এই প্রভাব সাহিত্যিকের লেখায় কতখানি পড়বে, তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতার উপর।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৬৫)। সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি.এম. লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা- ২৭৪

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৮৬)। শেষ কথা, তিন সঙ্গী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ৫৭

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৫৯)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৪৫৮

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৫

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৫৯)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫৭৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২৯

৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৬২)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৩৬০

১০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৬১

১১. পূর্বোক্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৫

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪৩-৪৪৪

১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৫৯)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৫০৮

১৪. পূর্বোক্ত, সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃষ্ঠা- ৫৮

Citation: Dey. S. & Banerjee Roy. Dr. S., (2025) "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বের ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচার", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.